চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তার অভিযানে ভাই ভাই ফুসকা হাউজকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে একটি খাবার প্রতিষ্ঠানকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গ্তকাল রোববার দুপুর বারোটায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার কবরী রোডে অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ফুচকা হাউজে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, আগে সতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠানটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করছিল। অভিযানের সময় ফুচকার জন্য পচা আলু, মেয়াদোত্তীর্ণ দই ও অন্যান্য পণ্য ব্যবহার, আগের দিনের বাসি চিকেন ও বিভিন্ন খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ করে পুনরায় তেলে গরম করে বিক্রি, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ওহিদুল ইসলামকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে পচা আলু ও বাসি খাবার জব্দ করে ধ্বংস করা হয় এবং আগামী তিন দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।”

অভিযানে সহযোগিতা করেন, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনীর বাশবাড়িয়া ও সদরের বড়বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, সার, বেকারি এবং কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তদারকি চালানো হয়।

অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় কসমেটিকস পণ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং ইঞ্জিন অয়েল বিক্রয়ে তথ্য গরমিল ও ভাউচার না রাখার কারণে শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে দুটি রেস্টুরেন্ট ও এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দুপুরে শহরের রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুমোদন বিহীন ফ্লেভার রাখার দায়ে ৫ হাজার টাকা, শর্মা ফুড প্লাজায় অনিরাপদ খাদ্য

সংরক্ষণ ও কুপন প্রতারণার কারনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং বিক্রমপুর ট্রেডার্স নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনিবন্ধিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিককে নিরাপদ আবার তৈরীর বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয় অভিযান দলটি।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর কোর্ট রোডে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, মেসার্স সাগর স্টোরে অনুমোদনবিহীন আইললি (জুস) বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও ১৫ কার্টন শিশুখাদ্য ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৬১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ঔষধ, গ্যাস-সার ও প্রসাধনীর দোকানে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোট রোড ও চাঁদবিল এলাকায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স সোহেলা মেডিকেলে ৪০ হাজার, মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স এন্ড বীজ ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং সেন্টু স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মূল্যহীন ঔষধ রাখা, লাইসেন্স বিহীন গ্যাস ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় তাদের বিরুদ্ধে এ জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে

জরিমানা

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অভিযান চালিয়ে মেসার্স মেজবা স্টোর ও মেসার্স পংকজ স্টোরের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার (১২ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে শহরের বড়বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ লঙ্ঘনের অভিযোগে মেসার্স মেজবা স্টোরের মালিক মো: মোহিনুজ্জামান মিতুলকে ৫,০০০ টাকা এবং মেসার্স পংকজ স্টোরের মালিক পংকজ কুমার দাসকে ২৫,০০০ টাকা মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় এবং পণ্য সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য না থাকার কারণে এ জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠান দুটিকে দ্রুত ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানকালে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

সার্বিক সহযোগিতায় করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: তারিকুল ইসলাম, মো: রিয়াজ মাহমুদ, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো: তামিম ইসলাম, এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

ভোক্তাথেকে বছরে সাড়ে তিন

কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করছে

বৃটিশ বেনিয়া ইংরেজরা সেই কবে চলে গেছে। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া কর্মপদ্ধতি যায়নি। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি: ইংরেজদের সেই মানসিকতা থেকে বের হতে পারেনি। প্রতিবছর কৌশলে প্রথম ধাপের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের তৃতীয় ধাপের বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রতিমাসে ১৮ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করছে। ডিমান্ড চার্যে এক কিলোওয়াটের বিদ্যুৎ চাহিদার আবেদন করে দুই কিলোওয়াট লোড নেয়া হচ্ছে দাবিতে প্রতি গ্রাহকের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ৯০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। এই ডিমান্ড চার্যের নামে গ্রাহকপ্রতি গড়ে ১০০ টাকা হিসেবে নেয়া হলেও মাসে ১৩ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হচ্ছে। সেই হিসেবে এই দুই পদ্ধতিতে মেহেরপুর পৌর এলাকার গ্রাহকদের থেকে বছরে কৌশলে অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি:।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়ীত্বে আছে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি:। মেহেরপুর পৌর এলাকায় তাদের ভোক্তা (গ্রাহক) ১৮ হাজার। এরমধ্যে ৫ হাজার রয়েছে প্রিপেইড মিটারের আওতায়। ১৩ হাজার ভোক্তা ডিজিটাল মিটারে। এসব ভোক্তাদের সাতটি ধাপে বিদ্যুৎ বিল নেয়া হয়। প্রথম ধাপে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ৩ টাকা ৭৫ পয়সা হিসেবে। দ্বিতীয় ধাপে ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ৫ টাকা ৭২ পয়সা ইউনিট হিসেবে। তৃতীয় ধাপে ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ৬ টাকা প্রতি ইউনিট। ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর মিটার রিডার প্রতিমাসে ধাপ অতিক্রম করে বিল দাখিল করছেন। অতিরিক্ত বিল ব্যবহার দেখানোতে ভোক্তাদের প্রতিমাসেই বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে বিল সংশোধনের জন্য ছোটাছুটি করতে হয়। সেখানে বাদানুবাদের ঘটনাও অহরহ ঘটছে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের জানানো হয় বিদ্যুৎ বিল সংশোধনে স্থানীয়ভাবে তাদের সেই ক্ষমতা আর নেই। সরাসরি ঢাকা অফিস নিয়ন্ত্রণ করে। পরের মাসে বিল সমন্বয় করার কথা বলে গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি: মেহেরপুরের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান- ডিমান্ড চার্য নামে টাকা নেয়াটা অহেতুক। গ্রাহক সকল শর্ত পূরণ করার পরেই তাকে সংযোগ দেয়া হয়েছে। গ্রাহককে কেন প্রতিমাসে অতিরিক্ত চার্য দিতে হবে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কাথুলী সড়কে ৬৩৯ হিসাব নম্বরের গ্রাহক সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন প্রথম ধাপে। প্রতি ইউনিট বিল দাখিল করার কথা ৪ টাকা ১৯ পয়সা হিসেবে। তাকে বিল দাখিল করা হয়েছে তৃতীয় ধাপে প্রতি ইউনিট ৬ টাকা হিসেবে। এনিয়ে ওই গ্রাহকের সাথে বিদ্যৎ বিভাগের প্রকৌশলীর সাথে বাদানুবাদ হয়। হোটেল বাজারের মামুন হোসেন অভিযোগ করেন- মাঝে মধ্যেই তাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে যেতে হয়। মামুন জানান- কোন ভোক্তার অভিযোগ আমলে নেয়া হয়না। তিনি সোলার পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলেও জানান।

জানতে চাইলে কাথুলী সড়কের দায়ীত্বপ্রাপ্ত মিটার রিডার আফজাল হোসেন জানান- তিনি শারীরীকভাবে ছোট হওয়ার কারনে উঁচুতে থাকা মিটারের ইউনিট সঠিক দেখতে না পাবার কারণে এমন হতে পারে। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি: মেহেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: তোফাজ্জেল হোসেন বলেন- রিডিং ভুল হলে আগে স্থানীয়ভাবে আমরা সংশোধন করতে পারতাম। এখন কেন্দ্রিয় কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এখন আমাদের কিছু করার নেই। কেউ অভিযোগ করলে আমরা কেন্দ্রে সেই অভিযোগ প্রেরণ করি। তিনি স্বীকার করেন মিটার রিডার আফজাল হোসেনের এলাকার ভোক্তারা এমন অভিযোগ করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন পরের মাসে ইউনিট সমন্বয় করা হলেও বিভিন্ন ধাপ পদ্ধতির কারনে ভোক্তা আর্থিকভাবে দণ্ডিত হন।

বিদ্যুৎ ভোক্তাদের দাবি ধাপ পদ্ধতি এবং আবাসিক সংযোগে লোড পদ্ধতির নামে মাসিক টাকা বন্ধের।